NOV. 21 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা 7 ... কলাম ... 6 ......

ভোরের কাগজ

পরিবর্তন আনতে দুই স্তরের দেড় কোটি পাঠ্যবই ছাপার কাজ স্থগিত

প্রাথমিকের বাড়তি বই ছাপা হচ্ছে ১ কোটি ৩০ লাখ ❑ সময় মতো প্রাপ্তি অনিশ্চিত

শামীমা বিনতে রহমান : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কাজের অগ্রগতিকে 'সন্তোষজনক' বলে মন্তব্য করলেও বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক পরিমার্জন ও সংযোজনের কারণে প্রাথমিক স্তরের ৮টি বিষয়ে প্রায় সোয়া ১ কোটি এবং মাধ্যমিক স্তরের ১১টি বিষয়ের প্রায় ৪০ লাখ বই ছাপানোর কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, এবার প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক পরিবর্তনের কারণে নিয়ম অনুযায়ী যে ৩% বই পুনর্ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ রাখা হতো, সেটা রাখা যাবে না। সেজন্য প্রাথমিকের নির্ধারিত ৪ কোটি ৭৩ লাখ বই ছাড়াও ছাপাতে হবে।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ঘোষণা অনুযায়ী মধ্য ডিসেম্বরের মধ্যে স্থগিত বই এবং বাড়তি বইগুলো ছাপিয়ে সারাদেশের কোটি কোটি শিক্ষার্থীর মধ্যে পৌছানো সম্ভব হবে কি-না এখনো তা অনিশ্চিত।

স্থগিত ও বাড়তি বই ছাপানোর প্রক্রিয়া এবং কাজের অগ্রগতি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড চেয়ারম্যান ড. শফিউর রহমানের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার মতামত জানা যায়নি। তবে, সদস্য (শিক্ষাক্রম) কবির মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক। ইতিমধ্যে ৪টি জেলায় আংশিক বই পাঠানো হয়েছে।

পরিবর্তন আনতে দুই স্তরের

● প্রথম পাতার পর

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে শিক্ষাক্রমে পরিবর্তনের কারণে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিকের ১৯টি বই ছাপানোর কাজ স্থগিত করার কথা স্বীকার করে বোর্ড সদস্য জানান, খুব শিগগিরই সংশোধন সম্পন্ন করে প্রকাশকদের হাতে নির্ধারিত ফর্মার পজিটিভ তুলে দেওয়া হবে।

তিনি আরো জানান, প্রাথমিকের অতিরিক্ত ১ কোটি ৩১ লাখ বই ছাপানোর বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। দরদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ন্যূনতম দরদাতাদের দ্রুত সম্ভব কার্যাদেশ দেওয়া হবে। সেজন্য নতুন করে টেন্ডার আহ্বান করা হবে না।

প্রাথমিকভাবে কার্যাদেশ পাওয়া প্রকাশকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেছে, দরপত্র আহ্বান করে এবং ছাপানোর ক্ষমতা যাচাই করে ১৪৯টি প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেওয়া হলেও প্রায় সবগুলো প্রতিষ্ঠানই 'সাব কন্ট্রাক্ট' ভিত্তিতে কাজ না পাওয়া অন্য ছাপাখানা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে।

সাব কন্ট্রাক্টে কাজ করানোর বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, বোর্ডের উর্ধ্বতন একজন কর্মকর্তা জানান, এ মুহূর্তে আমাদের কাছে কাজ সম্পন্ন করাটাই মূল কথা। সেটা প্রকাশকেরা সাব কন্ট্রাক্ট ভিত্তিতে করলো না নিজেরা করলো সেটা আমরা বিবেচ্য মনে করছি না।

বোর্ড কর্মকর্তা আরো জানান, ক্ষমতার রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক শিক্ষাক্রমে পরিবর্তনের ফলেই সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগে। আর এর প্রভাবটাই পড়েছে ছাপানোর সমগ্র প্রক্রিয়ার ওপর।

তাড়াহুড়োর কারণে এবার মাধ্যমিকের কাগজ নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। কর্ণফুলী পেপার মিলকে কাগজের দায়িত্ব দেওয়া হলেও স্বল্প সময়ে কর্ণফুলীর পক্ষে প্রয়োজনীয় ৪ হাজার মেট্রিক টন কাগজ সরবরাহ সম্ভব হয়নি। ঘাটতি ৩ হাজার মেট্রিক টন সরবরাহ করা হচ্ছে প্রাথমিকের জন্য মজুদকৃত কাগজ থেকে। বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিকের জন্য সংরক্ষিত কাগজে 'সবার জন্য শিক্ষা' জলছাপ থাকায় মাধ্যমিকের বইয়ে এবার এই জলছাপসম্পন্ন এবং জলছাপ ছাড়া কাগজে বই মুদ্রিত হবে।

এবার, প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের শিক্ষাক্রমে 'জাতির জনক' শব্দটিকে বাদ দিয়ে ক্ষমতাসীন বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা, সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা শীর্ষক অধ্যায় সংযোজন করা হচ্ছে। এই পরিবর্তন প্রাথমিকের ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ৫টি বাংলা বিষয়ে, ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণীর ৩টি সমাজ বিষয়ে এবং মাধ্যমিকের ৬ষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ৪টি বাংলা বিষয়ে, ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ৩টি সমাজ বিষয়ে ও নবম শ্রেণীর ইতিহাস ও পৌরনীতি বিষয়ে সংযোজন করা হচ্ছে।